সংবাদ

তারিখ ... 7 APR 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ......

ওয়েব মেশিনে এবতেদায়ি ও দাখিল স্তরের পাঠ্যবই মুদ্রণ

• ২৭০টি সিডিউল বিক্রি • দরপত্র বাতিলের সুযোগ নেই

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

কাগজসহ পাঠ্যবই ছাপার দরপত্র বা টেন্ডার আহ্বানে ব্যাপক সাড়া মিলেছে।
এতে বিনামূল্যের পাঠ্যবই মুদ্রণে সরকারের ব্যয়ও প্রায় ১৩ শতাংশ কম হচ্ছে।
মুদ্রণ শিল্প সমিতির একাংশের নানারকম হুমকি এবং সরকারি দলের কয়েকজন
প্রভাবশালী জনপ্রতিনিধির প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও এবতেদায়ি এবং দাখিল স্তরের
পাঠ্যবই মুদ্রণের দরপত্রের সিডিউল বিক্রিতে সন্তোষ প্রকাশ করেছে এনসিটিবি।
সর্বশেষ গতকাল পর্যন্ত এসব বই ছাপার দরপত্রের জন্য ২৭০টিরও বেশি সিডিউল
বিক্রি হয়েছে। আজ পর্যন্ত সিডিউল বিক্রি অব্যাহত থাকবে। এনসিটিবির
কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, কোন অবস্থাতেই দরপত্র বাতিলের সুযোগ নেই।
এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোস্তফা কামালউদ্দিন গতকাল 'সংবাদ'কে
বলেন, গত তিন বছরের ধারাবাহিকতার

ওয়েব : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৬

ওয়েব : মেশিনে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ন্যায় আগামীতেও শিক্ষাবর্ষের শুরুতে দেশের সব ছাত্রছাত্রীর হাতে নতুন বই পৌঁছে
দিতে সরকার বদ্ধপরিকর। সে লক্ষ্য সামনে রেখেই এবার এবতেদায়ি ও দাখিল স্তরের
পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের দরপত্র কাগজসহ আহ্বান করা হয়েছে। এতে সরকারের খরচ কম
হচ্ছে, সময় কম হচ্ছে, বইয়ের গুণগত মানও ভালো হবে। সর্বোপরি কাগজসহ দরপত্র
আহ্বান করাতে এসব বই পরিবহনের দায়দায়িত্বও বহন করবে কার্যাদেশ প্রাপ্তরা।
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) সূত্র জানায়, ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে
মাদ্রাসার এবতেদায়ি ও দাখিল স্তরের মোট বই ছাপা হবে তিন কোটি ৬৬ লাখ কপি।
এসব বই কাগজসহ ছাপার দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। মোট ১১০টি টেন্ডার বা
দরপত্রে এসব পাঠ্যবই ছাপার কার্যাদেশ দেয়া হচ্ছে। এতে বিনামূল্যের এসব বই
ছাপতে সরকারের খরচ প্রায় ১৩ শতাংশ কম হচ্ছে। সিন্ডিকেটের কবল থেকে কাগজ
কেনার ঝামেলাও হচ্ছে না। কিন্তু বিপাকে পড়েছে একটি বিশেষ করপোরেট প্রতিষ্ঠান
থেকে এনসিটিবিকে বেশি দামে নিম্নমানের কাগজ কিনে দেয়া সরকারের কয়েকজন
বিতর্কিত নেতা, যারা এ ব্যবসা থেকে অনৈতিক কমিশন ভোগ করে থাকেন। অধ্যাপক
মোস্তফা কামালউদ্দিন জানান, এবতেদায়ি ও দাখিল স্তরের পাঠ্যবই মুদ্রণের দরপত্রের
সিডিউল গতকাল পর্যন্ত এনসিটিবি থেকে বিক্রি হয়েছে ২২০টি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়
ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে বিক্রি হয়েছে আরও ৫০টি। তিনি জানান, রোববার শেষ
দিন সিডিউল বিক্রির সংখ্যার তিন শ' ছাড়িয়ে যাবে। মুদ্রণ শিল্প সমিতির একাংশের
আবদার অনুযায়ী এবতেদায়ি ও দাখিল স্তরের দরপত্র বাতিল করা হবে কী না জানতে
চাইলে এনসিটিবির চেয়ারম্যান বলেন, সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সব ধরনের
নিয়মকানুন মেনেই দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। কাজেই তা বাতিলের কোন সুযোগ
নেই। এদিকে মুদ্রণ শিল্প সমিতির কয়েকজন নেতা (যাদের ন্যূনতম অবকাঠামো,
অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা, পুঁজি নেই) গতকাল রাজধানীতে সংবাদ সম্মেলন করে
এবতেদায়ি ও দাখিল স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের আহ্বানকৃত দরপত্র বাতিলের দাবি
জানিয়েছেন। তারা এনসিটিবির চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধেও ঢালাওভাবে অনিয়ম ও
দুর্নীতির অভিযোগ করেন। কিন্তু কোন কিছুরই সুনির্দিষ্ট প্রমাণ দেখাতে পারেননি।
মুদ্রণ শিল্প সমিতির ওই গ্রুপটি প্রচারণা চালাচ্ছে, দরপত্রে এবতেদায়ি ও দাখিল স্তরের
পাঠ্যবই ওয়েব মেশিনে ছাপানোর শর্ত আরোপ করা হয়েছে, যা দেশে মাত্র ১৭টি
আছে। এনসিটিবির কর্মকর্তারা জানান, মুদ্রণ শিল্পে বিশ্ব অনেক এগিয়ে গেছে। তাই
আমরাও আর মান্ধাতার আমলের মেশিনে নিম্নমানের বই ছাপতে পারি না। দেশে
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কমপক্ষে দেড় থেকে ২০০টি ওয়েব মেশিন আছে। যাদের ওয়েব
মেশিন আছে, তাদের সবাই এবতেদায়ি ও দাখিল স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের দরপত্রে
অংশগ্রহণ করতে পারছে। কারণ দরপত্রের শর্তে মেশিনের সাইজ বা আকার উল্লেখ
নেই। গত দু'বছর ধরে ওয়েব মেশিনে (গজ মেশিন) পাঠ্যবই মুদ্রণের কাজ করে আসা
কয়েকজন মুদ্রাকর 'সংবাদ'কে জানান, একটি ওয়েব মেশিনে দৈনিক চার রঙের প্রায়
তিন লাখ পাঠ্যবইয়ের (৩২ পৃষ্ঠার) ফর্মা মুদ্রণ করা যায়।